দৈনিক খবর

তারিখ ...19 SEP 1991...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১...

19 SEP 1991

দু'টি ছাত্র সংগঠনের প্রায় মারমুখো অবস্থান

ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা ঃ ব্যাপক ভাঙচুর

ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এলাকা প্রদক্ষিণ করে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগের (অশা-অ) সভাপতি শাহে আলম, যুগ্ম সম্পাদক মোমতাজ উদ্দিন মেহেদী, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গোলাম মোস্তফা সুজন ও সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান আনসারী। শাহে আলম তাঁর বক্তৃতায় জগন্নাথ হলে হামলার জন্যে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তাদের বিচার দাবী করে বলেন, ছাত্রদলের সশস্ত্র গুন্ডাদের নিয়ে পুলিশ জগন্নাথ হলে নারকীয় হামলা চালিয়েছে। বেধড়ক পিটুনীর কবল হতে সম্মানীত শিক্ষকরাও রেহাই পাননি। এ সরকার স্বৈরাচারী এরশাদের চেয়েও বেশী নারকীয় স্টীম রোলার চালাচ্ছে। সরকার সন্ত্রাসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও বহিস্কৃতদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ (শা-অ) আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশ, ২৩শে সেপ্টেম্বর একই স্থানে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সমাবেশ ও ২৫শে সেপ্টেম্বর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবীতে দেশব্যাপী সমাবেশ করা হবে।

ছাত্রদল ডাকসু ভবন চত্বরে সমাবেশ করেছে। এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক ইলিয়াস আলী, কজলুল হক মিলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাবিব-উন-নবী সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক আলী আকাস নাদিম। সমাবেশে বক্তারা জগন্নাথ হলে পুলিশী অভিযানকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরবর্তী ঘটনার নিন্দা করে বলেন, ছাত্রলীগ (শা-অ) ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। পুলিশ ডাঃ মিলন হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে গেলে ওরা বাধা দেয়।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বর্তমানে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। সন্ত্রাসের আশংকায় অনেক ছাত্রছাত্রী এখনও হলে ফিরে আসেনি। ক্লাশেও উপস্থিতির সংখ্যা খুবই কম।

কেন্দ্রীয় পাঁচ দলের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে সংঘটিত ঘটনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয় ও বাসভবন ভাঙচুরের ঘটনায় নিন্দা করে বলেন, দীর্ঘ প্রায় দুই মাস সন্ত্রাস ঘটনায় বন্ধ থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনেই এ ধরনের ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক। নেতৃবৃন্দ বলেন, ইতিপূর্বে সকল ছাত্র সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আলোচনার মাধ্যমে একমত হয়েছিলেন যে, কোন সংগঠনই সন্ত্রাসীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিবে না এবং সন্ত্রাসী আশ্রয়ধারীদের গ্রেফতারে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তা করবে। সর্বোপরী শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে সবাই আন্তরিকতার পরিচয় দিবে। পাশাপাশি রাজনৈতিক দলসমূহও তাদের ছাত্র সংগঠনসমূহকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার কথা বিভিন্ন পর্যায়ে ঘোষণা করছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের প্রায় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আঃ লীগ, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনসমূহের সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের অবর্ণনীয় ক্ষতি হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাস দমনে এবং শিক্ষা জীবন রক্ষায় সরকার ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে বলেন, এভাবে চলতে থাকলে জাতির ভবিষ্যৎ হুমকীর সম্মুখীন হতে বাধ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে পুলিশের ন্যক্কারজনক হামলায় জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ডঃ পরেশ চন্দ্রসহ ৩০ জন আহত হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি খোরশেদ আলম ও সাধারণ সম্পাদক ইরাদত হোসেন এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য জোর দাবী জানান।

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

জগন্নাথ হলে পুলিশী হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর হয়েছে। একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র ভিসির অফিস ও বাসভবনে হামলা চালায় এবং আসবাবপত্র ও গাড়ী ভাঙচুর করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা রেজিস্ট্রার অফিসের বেশ ক'টি কক্ষেও হামলা চালায় এবং ভাঙচুর করে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এদিকে গত মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র এস এম হলের আবাসিক শিক্ষক বেলায়েত হোসেনের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এক পর্যায়ে তারা সেখানে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে।

জগন্নাথ হলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজ করে। প্রায় মারমুখো অবস্থানে ছিল দু'টি ছাত্র সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা।

ক্যাম্পাসে বেশ ক'টি সংগঠন সমাবেশ ও মিছিল করেছে। জগন্নাথ হলে পুলিশী হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (শা-অ) অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। সমাবেশের আগে একটি বিক্ষোভ মিছিল পুরো ক্যাম্পাস

শেষ পৃষ্ঠায় ৭ম কলামে